দর্শনা সীমান্তে প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রায় ৬ কেজি রুপার গহনা জব্দ

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন ৬ বিজিবি’র আভিযানিক দল বিশেষ অভিযান চালিয়ে ০৫ কেজি ৯১২ গ্রাম ভারতীয় রুপা জব্দ করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসানের বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় দর্শনা সীমান্তের রুদ্ধনগর মাথাভাঙ্গা নদীর পাশে। এ সময় বিজিবি’র একটি সশস্ত্র চৌকস আভিযানিক দল সীমান্ত পিলার নম্বর ৭৭/২-এস হতে আনুমানিক ৪ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের ভিতরে অভিযান চালায়।

সে সময় বিজিবি সীমান্তের দিকে একটি মোটরসাইকেলযোগে ০২ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে যেতে দেখে। বিজিবি সংকেত প্রদান করলে তারা মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায়। পরে বিজিবি জব্দকৃত মোটরসাইকেলটি তল্লাশি করে তেলের ট্যাংকির ভিতর অভিনব কায়দায় পলিথিনে মোড়ানো ভারতীয় রুপা উদ্ধার করে।

উদ্ধারকৃত রুপা দর্শনা বিওপিতে আনয়নপূর্বক ডিজিটাল স্কেলে ওজন করা হলে ৫ কেজি ৯১২ গ্রাম ওজনের রুপার বল পাওয়া যায়। এ রুপার আনুমানিক বাজার মূল্য ২৩ লক্ষ ১ হাজার ৬৮ টাকা। এ ঘটনায় হাবিলদার মিজানুর রহমান বাদী হয়ে ২ জন অজ্ঞাতনামা আসামির বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছে।

উদ্ধারকৃত মোটরসাইকেল দর্শনা থানায় এবং ভারতীয় রুপা চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দর্শনা সীমান্তে ৯ টি স্বর্নের বারসহ শ্যামপুর গ্রামের রুহুল আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে ৬ বিজিবি চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা মূল্যের ৯ টি স্বর্নের বারসহ দর্শনা শ্যামপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে রুহুল আমিনকে (২১)আটক করা হয়েছে।

বিজিবি জানায় আজ রবিবার ৮ ডিসেম্ভর দুপুর আড়াইটার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবির) অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসির নেতৃত্বে অভিযান চালায় দামুড়হুদার ডুগডুগি বাজারের পাকা রাস্তার উপর। এ সময় দর্শনা বিওপি’র টহল কমান্ডার নায়েক মোঃ জিয়াউর রহমান, পিবিজিএম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ সীমান্তের পিলার ৭৭/২-এস হতে আনুমানিক ০৫ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ডুগডুগি বাজার পাঁকা রাস্তার পার্শ্বে এ্যাম্বুশ করে। সে সময় বিজিবি সন্দেহভাজন একজন ব্যক্তিকে মোটরসাইকেল যোগে উক্ত এলাকা দিয়ে অতিক্রম করতে দেখে তাকে গতিরোধ করে। পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি পলায়নের চেষ্টা করলে টহল দল তাকে ধাওয়া করে মোটরসাইকেলসহ রুহুল আমিনকে আটক করে। পরে তার মোটরসাইকেলের অভিনব কায়দায় লুকানো হেড নাটের কভারের মধ্যে কালো স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় আনুমানিক ১ কেজি ১৭৮ গ্রাম ওজনের ৯টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করে। যার আনুমানিক মৃল্য ১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।

আটককৃত আসামীকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর পূর্বক জব্দকৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ ঘটনায় দর্শনা বিওপি’র টহল কমান্ডার নায়েক মোঃ জিয়াউর রহমান বাদি হয়ে রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছে।

অপরদিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবির) অধিনস্থ মুজিবনগর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্তের মেইন পিলার ১০৮/৩-এস হতে আনুমানিক ২০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাজিরাকোনা মাঠের মধ্যে হাবিলদার মোঃ রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে চোরাচালান বিরোধী

অভিযান পরিচালনা করে ৩৬ পিস ভারতীয় শাড়ী, ১৫ পিস থ্রীপিছ এবং ২৯ পিস শাল চাদর আটক করতে সক্ষম হয়। যার আনুমানিক মৃল্য ১০ লাখ টাকা।

দর্শনা সীমান্তে বিএসএফের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকের লাশ হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় জয়নগর সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে অজাত মন্ডল নামের ভারতীয় এক নাগরিকের লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (০৩ ডিসেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার জয়নগর সীমান্তের ভারত-বাংলাদেশ শূন্য রেখায় ৭৬ নং মেইন পিলারের অদূরে এ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

নিহত অজাত মন্ডল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার চাপড়া থানার পদ্মমালা গ্রামের মৃত ইমান মন্ডলের ছেলে। তার পাসপোর্ট নম্বর R5890230।

জানাগেছে, অজাত মন্ডল তার স্ত্রী আবেদা মন্ডলকে নিয়ে গত ১৯ নভেম্বর বাংলাদেশের দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট হয়ে বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে আসেন। পরে গত ২৯ নভেম্বর রাত পৌনে ২ টার দিকে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর দু’দেশের প্রসেসিং করে আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে দর্শনার জয়নগর সীমান্তে বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফ ও ইমিগ্রেশন পুলিশ, থানা পুলিশ এবং কাস্টমস কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে নিহত অজাত মন্ডলের পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়।

দর্শনা সীমান্তে ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের ২২ টি স্বর্ণের গহনা উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) অভিযান চালিয়ে ভারতীয় তৈরি কৃত ৩শ ৬ গ্রাম ওজনের ২২টি স্বর্ণের তৈরিকৃত গহনা উদ্ধার করেছে। তবে এ ঘটনায় কোন চোরাকারবারিকে আটক করতে পারেনী।

বিজিবি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, আজ শনিবার (২৩ নভেম্বর) সকাল পৌনে ১০ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন ৬ বিজিবির ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর কাজী আসিফ আহমদের নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনার ছয়ঘরিয়া গ্রামে। এ সময় সুলতান ক্যাম্পের হাবিলদার আরিফুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্ত পিলার ৭৭/৫-হতে আনুমানিক ১ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া মসজিদের সামনে পাকা রাস্তার পাশে এ্যাম্বুশ করে।

এ সময় বিজিবির টহল দল সন্দেহভাজন তিন ব্যক্তিকে মোটর সাইকেলযোগে উক্ত এলাকা দিয়ে সীমান্ত হতে দর্শনা অভিমুখে দিকে যেতে দেখে। বিজিবি টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে মোটরসাইকেল আরোহীগণ মোটর সাইকেল ঘুরিয়ে সীমান্ত অভিমুখে পালানোর চেষ্টা করে। পরে চোরাকারবারীদের ধাওয়া করলে মোটরসাইকেলের পিছনে থাকা আরোহী তার সাথে থাকা একটি প্লাষ্টিকের ব্যাগ ফেলে দৌড়ে বাগানের ভিতর পালিয়ে যায়।

এ সময় বিজিবি চোরাকারবারীদের ফেলে যাওয়া প্লাষ্টিকের ব্যাগটি জব্দ করে। জব্দকৃত প্লাষ্টিকের ভিতর হতে স্কচ টেপ দ্বারা মোড়ানো ৩শ ৬ গ্রাম ওজনের ভারতীয় তৈরীকৃত ২২টি স্বর্ণের গহনা উদ্ধার করে। যার আনুমানিক সোনার গহনার মৃল্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা।

এ ঘটনায় হাবিলদার মোঃ আরিফুল ইসলাম বাদী হয়ে জব্দকৃত স্বর্ণের

গহনাগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়া শেষ করে ট্রেজারী অফিসে জমা দেন ।

দু’বছর কারাভোগ শেষে তরুনী ফিরলো আপন ঠিকানায়

দর্শনা জয়নগর সীমান্তে বিজিবি- বিএসএফের পতাকা বৈঠকের মাধ্যেমে প্রেমের টানে বাংলাদেশে এসে কলকাতার তরুনীর দু’বছর কারাভোগ শেষে ফিরলো আপন ঠিকানায়।

প্রেম করে অবৈধ পথে বাংলাদেশে ঢুকছিল কলকাতা হাওড়ার মেয়ে প্রিয়াংকা নস্কর (১৮)। এরপর সীমান্তে বিজিবি তাকে আটক করে। ঠাঁই হয় কারাগারে। সেখানে ছিল দু’বছর। কারাভোগ শেষে আজ মঙ্গলবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা চেকপোস্ট সীমান্ত দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ফেরত দেয়া হয় এই ভারতীয় তরুনীকে।

বাংলাদেশের নারায়নগঞ্জের হিন্দু সম্প্রদায়ের এক ছেলের সাথে প্রেম হয় প্রিয়াংকার। ওই ছেলের পিসির বাড়ি হাওড়াতে প্রিয়াংকাদের বাড়ির পাশে। সেখান থেকে পরিচয়, তারপর প্রেম। বলেছিল বিয়ের পর নারায়নগঞ্জে গামের্ন্টেসে চাকুরী দেবে তাকে। এরপর ওই ছেলের সাথে বিয়ে করার জন্য বাংলাদেশে ঢুকতে ২০২২ সালের ৩ অক্টোবর ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে আসে প্রিয়াংকা। দালালের মাধ্যমে সীমান্ত পার হতে গেলে ধরা পড়ে বিজিবির হাতে। তাকে পুলিশে সোপর্দ করে বিজিবি। আদালতে নেয়া হলে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে দু’বছরের জেল হয় প্রিয়াকার। এরপর ২৩ মাস ছিল ঝিনাইদহ কারাগারে।

দর্শনা সীমান্তে প্রিয়াংকা বলেন, ‘সে ভুল করেছে। প্রেম করে বাংলাদেশে যে ছেলের কাছে আসতে গিয়ে ধরা পড়ে, কারাগারে যাওয়ার পর সে কোনদিন খোঁজ নেয়নি। তাকে ভুলে গেছে। জীবন থেকে দু’বছর ঝরে গেল। তার মতো ভুল যেন কোন মেয়ে না করে।’

প্রিয়াংকার বাবা প্রতাব নস্কর ও মা তনুশ্রী নস্কর মেয়ে নিতে এসেছিলেন দর্শনা সীমান্তে। এ সময় মেয়েকে ফিরে পেয়ে বুকে নিয়ে

হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠেন।

মা তনুশ্রী জানান, দু’বছর মেয়েকে হারিয়ে কত কষ্ট ছিলাম। রাতে ঘুমোতে পারিনি। আমার মেয়ে ভুল করেছে।

প্রিয়াংকার বাবা প্রতাব নস্কর বলেন, ‘মেয়ে হারিয়ে যাওয়ার কোন খোঁজ পায়নি। ৮ মাস আগে বাংলাদেশ থেকে একজন মোবাইল করে জানায় মেয়ে ঝিনাইদহ কারাগারে আছে। দুটি বছর বাংলাদেশের কারাগারে আমার মেয়ে ভালছিল। আজ দু’দেশের সরকারের মাধ্যমে আজ মেয়েকে ফিরে পেলাম। যারা আমার মেয়েকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিল আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।’

ঝিনাইদহ কারাগারের ডেপুটি জেলার তানিয়া বলেন, ‘প্রিয়াংকা প্রায় দু’বছর আমাদের কারাগারে ছিল। সে ভদ্র মেয়ে। আমরা তাকে যতদুর পারি কারাগারে ভাল রেখেছিলাম। আজ তার বাবা-মায়ের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা খুশি।’

পশ্চিমবঙ্গের এনজিও কর্মী চিত্তরঞ্জন বলেন, ‘মেয়েটির বয়স অল্প। সে ভুল করেছে। এ রকম ভুল যেন কেউ না করে। এ জন্য অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে।’

আজ মঙ্গলবার দুপুর ১ টায় চুয়াডাঙ্গার দর্শনা চেকপোস্ট সীমান্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রিয়াংকাকে হস্তান্তর করে বিজিবি ও বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন-কাস্টমস ও কারা কর্তৃপক্ষ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিজিবির আইসিপি কমান্ডার নায়েব সুবেদার মোঃ মোস্তফা মিয়া, ইমিগ্রেশন ইনচার্জ আতিকুর রহমান, ঝিনাইদহ কারাগারের ডেপুটি জেলার তানিয়া, কাস্টমস কর্মকর্তা কাবিল হোসেন, দর্শনা থানার এসআই ফাহিম। ভারতের পক্ষে ছিলেন বিএসএফ গেঁদে ক্যাম্পের এসিসট্যান্ট কমিশনার তাপস্যার, ইমিগ্রেশন ইনচার্জ সঞ্জিব কুমার বোস, কাস্টমস কর্মকর্তা আরপি যাদব, কৃষ্ণগঞ্জ থানার এস আই তন্ময় দাস প্রমুখ।

দর্শনা সীমান্তপথে ফিরে গেলেন

কলকাতার ২৮ সদস্যের সাংস্কৃতিক দল

বাংলাদেশের কুমিল্লা, ব্রাক্ষনবাড়িয়া, ইলিশের জেলা চাদপুর,গাজিপুর, ঢাকা ও কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমীতে সংগীত নৃত্য, কবিতাবৃতি ও একক অভিনয় করে মাতিয়ে গেলেন জি বাংলা ক্ষ্যাত কলকাতার ২৮ সদস্যের একটি সাংস্কৃতিক দল।

গতকাল বুধবার ভোরে সাংস্কৃতিক দলটি রিজার্ভ গাড়িতে করে দর্শনায় এসে পৌছিলে দর্শনা বাউল পরিষদের সভাপতি ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের লোকসংগীত শিল্পী ধীরু বাউল তাদেরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান ও জয়নগর চেকপোস্টে নিয়ে যান। ভারতের প্রখ্যাত প্রভাবশালি কলকাতার বিশ্ববংগ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি ডঃ রাধাকান্ত সরকার জানান বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রোগ্রাস করার জন্য চলতি মাসের ১০ জুলাই কলকাতা থেকে রিজার্ভ শ্যামলী পরিবহন যোগে পেট্রাপোল-বেনাপোল হয়ে ঢাকায় আসা হয়েছিল।

বাংলাদেশের জেলা ও বিভাগীয় শহরে প্রগ্রাম করতে করতে দেশের পরিস্থিত অনুকুলে না থাকায় চলে যেতে হল। ডঃ রাধাকান্ত সরকার জানালেন ২৮ সদস্যের প্রতিনিধিদলে ভারতের প্রখ্যাত বাউল শিল্পী সনজিত মন্ডল, জি বাংলার প্রতিযোগীয় অংশ নেয়া নৃত্য শিল্পী অনিমা কৈরালা, বিভাস মন্ডল, আরতি বসাক, বিন্দাসুধা ধর, ফিল্মের ও “আমি কলকাতার রসগোল্লা” ক্ষ্যাত গানের শিল্পী বিরালা মাইতি, কলকাতার সৃষ্টি গংগা সাগর ড্যান্স একাডেমীর নৃত্য শিল্পী, কবি চিত্তরন্জন বসু সহ বেশ নামকরা শিল্পীরা এসেছিল। দেশের সার্বিক অবস্হার কারনে এবং প্রগ্রাম থাকা সত্বেও বিদায় নিতে হচ্ছে।ইমিগ্রেমন ও কাস্টমসের কার্যক্রম শেষে ঐদিন সকাল ১০ টার দিকে প্রতিনিধি দলটি ভারতের উদ্দেশ্যে দর্শনা সীমান্তের জিরো পয়েন্ট অতিক্রম করেন।

৫ বছর কারাভোগ শেষে আপন ঠিকানায় ফিরলেন ভারতীয় নাগরিক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা জয়নগর সীমান্তে বিজিবি-বিএস এফ পতাকা বৈঠক অনুষ্টিত হয়েছে। পতাকা বৈঠকের মাধ্যেমে ৫ বছর কারাভোগ শেষে ভারতীয় নাগরিক মানসিক ভারসাম্যহীন অভিষেক কুমারকে (৩৫) সীমান্তরক্ষী বাহীনি বিএস এফের কাছে হস্তান্তর করেছে বিজিবি।

আটককৃত অভিষেক কুমার ভারতের ঝাড়কান্ড প্রদেশের জারিদি জেলার গান্ধীনগর থানার জারিদি বাজার পাড়ার ঘনশ্যামের ছেলে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে দু দেশের সীমান্তরক্ষীদের পতাকা বৈঠকের মাধ্যেমে এ হস্তান্তর করা হয়। অভিষেক কুমারের পরিবারের পক্ষ থেকে তার মা পুস্পা দেবী তাকে গ্রহন করতে সীমান্তের শৃন্য রেখায় আসেন।

পুলিশ জানায় ২০১৯ সালের ২১ জুলাই রাজশাহী বিভাগের বোয়ালিয়া সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করছিলো। এ সময় বিজিবি অভিষেক কুমারকে আটক করে। পরে তাকে বিজিবি অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে অভিষেক কুমারের বিরুদ্ধে দায়ের করেন মামলা যার নং ১০। এরপর ২২ মার্চ ২০২২ সালের সুরক্ষা সেবা বিভাগ বহিরাগমন-১ থেকে ভারত প্রত্যাবাসনের চিঠি প্রেরণ করে।

কিন্তু অভিষেকের পারিবারের সন্ধান না পাওয়ায় দায়িত্বশীল কারো কাছে হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা একাত্তর টিভির জেষ্ঠ্য চিত্রসাংবাদিক ও সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যামেচার রেডিও সোসাইটি বাংলাদেশ মো: শামসুল হুদার প্রত্যাবাসন বিষয়ক বেশ কিছু সাফল্যের কথা জানতে পেরে অভিষেককে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানান। দীর্ঘ ৫ বছর কারাভোগ শেষে আপন ঠিকানায় ফিরলেন ভারতীয় নাগরিক অভিষেক কুমার ।

এসময় বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মন মোহন, দর্শনা আইসিপি কমান্ডার এনামৃল হক, হাবিলদার সাকার উদ্দিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের ইনচার্জ জিললু রহমান, দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই খান আব্দুর রহমান, দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এস আই আতিক হাসান, এ এস আই মোমিন এ এস

আই সায়মুন। ভারতের গেঁদে বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার এসি বিতাশা, এস আই পি মুর্খার্জি, এসআই মজুমদার, গেদে ইমিগ্রেশন ইনচার্জ জেসি দে, কাস্টমস কর্মকর্তা রামাতার পি যাদব, কৃষ্ণগঞ্জ থানার এএসআই তন্ময় দাস, ডিআইবি সাধন মন্ডল, রেডক্রস প্রতিনিধি চিত্তরঞ্জন প্রমুখ।

দর্শনা সীমান্তে গাঁজা ও ভারতীয় ইয়ারগানের বডিসহ গ্রেফতার ২

দর্শনা থানা পুলিশ অস্ত্র ও মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩ কেজি গাঁজা ও ইয়ারগানের ৮ টি বডি ব্যারেলসহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত হলো চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের বড়বলদিয়া পশ্চিমপাড়া গ্রামের মৃত হিসাব আলীর ছেলে সোহেল রানা (৩৫)একই গ্রামের মৃত আজিম উদ্দীনের ছেলে জিয়ারুল ইসলাম ওরফে কালো জিয়াকে (৪০),গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায় আজ বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) রাত পৌনে তিনাটার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অস্ত্র ও মাদক বিরোধী অভিযান চালায় বড় বলদিয়া গ্রামের দক্ষিন পোতার চৌচালা টিনের বসত ঘরে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই তারেক হাসান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে টিনের ঘরের বসত ঘর থেকে ২ জনের স্বীকারোক্তিতে ৩ কেজি ভারতীয় গাঁজা ও ইয়ারগানের ৮ টি বডি ব্যারেল উদ্ধার করে। এ সব মালামালের আনুমানিক বাজার মৃল্য ১ লাখ ১০ হাজার টাকা।

আজ গ্রেফতারকৃত ২ জনকে অস্ত্র ও মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

[redacted]

[redacted]

মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান বলেন, আমি ছুটিতে ঢাকায় আছি। তবে জেনেছি ওরা রাতে আঁধারে চোরাকারকারীর জন্য ভারতের অভ্যন্তরে গিয়েছিল। এ ঘটনায় পতাকা বৈঠকের আহবান জানানো হয়েছে। তারপর বিস্তারিত জানানো যাবে।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে ৯৬টি স্বর্ণের বার উদ্ধার, আটক ১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন সুলতানপুর সীমান্ত থেকে প্রায় ১৬ কেজি ১৪ গ্রাম ওজনের ছোট-বড় ৯৬টি স্বর্ণের বারসহ নাজমুল ইসলাম(৩১) নামের এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী দর্শনা কার্পাসডাঙ্গা সড়কের রুদ্রনগর গ্রামের পাকা রাস্তার উপর মোটরসাইকেলসহ তাকে আটক করে। আটককৃত চোরাকারবারি দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর গ্রামের আশাদুল হকের ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির অধিনায়ক লেঃ কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসি।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির অধিনায়ক লেঃ কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসি বলেন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি দর্শনা সুলতানপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে স্বর্নের বার পাচার হবে। খবর পেয়ে সুলতানপুর ক্যাম্পের বিশেষ টহল দল সুলতানপুর বিওপি’র টহল কমান্ডার হাবিলদার মোঃ আব্দুল হাকিম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্ত পিলার ৭৭/২-এস হতে আনুমানিক ০২ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দর্শনা- রুদ্রনগর মুজিবনগর সড়কের পাঁকা রাস্তায় টহল করে।এসময় একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি ঐ এলাকা দিয়ে সীমান্তের দিকে যাওয়ার প্রাক্কালে বিজিবি সশস্ত্র টহল দলের উপস্থিতি টেরপেয়ে মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

এ সময় সুলতানপুর ক্যাম্পের কমান্ডার হাবিলদার মোঃ আব্দুল হাকিম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে নাজমুল ইসলামকে আটক করে। প্রথম পর্যায়ে স্বীকার না করায় তাকে আটক করে সুলতান কম্পে নিয়ে যায়।পরে তার স্বীকারোক্তিতে অভিনব কায়দায় মোটরসাইকেলের সীটের নীচে ও সাইড কোভারের ভিতর থেকে ছোট বড় ৯৬ টি স্বর্নের বার উদ্ধার করে।আটক এসব স্বর্নের বারের আনুমানিক বাজার মৃল্যে ১৬ কোটি ১৫ লাখ টাকা।বিজিবি এসব বারগুলি দিয়ে ডিসপ্লে করে ৬ বিজিবি লিখছে।

আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় সুলতানপুর বিওপি’র টহল কমান্ডার হাবিলদার মোঃ আব্দুল হাকিম বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন এবং সোনার বারগুলো চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।